দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ ... 10 MAY 2003 ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

নিম্নমানের তিন হাজার স্কুল কলেজ ও মাদ্রাসার বিরুদ্ধে শোকজ

শুক্রবার রাতে বিবিসির খবরে বলা হয়, সরকার নিম্নমানের তিন হাজারটি বেসরকারী স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার জন্য কারণ দর্শানো নোটিস জারি করেছে। শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম বলেছেন, সারা দেশে বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর এক জরিপ চালিয়ে ত্রিশ শতাংশে বা দশ হাজার স্কুল, কলেজ আর মাদ্রাসা পাওয়া গেছে যা খুবই নিম্নমানের বা নামেমাত্র আছে। এসব প্রতিষ্ঠানের সরকারী অনুদান এবং রেজিস্ট্রেশন বাতিলের উদ্যোগ নেয়া হয়েছে বলে তিনি জানান।

সরকারী কর্মকর্তারা বলছেন, সব পর্যায়ের পরীক্ষায় নকল করার প্রবণতা অব্যাহত থাকাসহ নানান পরিস্থিতিতে দেশী শিক্ষার মান নিয়ে যখন প্রশ্ন উঠেছে, সেই পটভূমিতে নিম্নমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে চিহ্নিত করতে সরকারীভাবে দীর্ঘ সময় ধরে দেশের সব বেসরকারী

(৭· পৃষ্ঠা ৬-এর কঃ দেখুন)

(৮-এর পাতার পর)

নিম্নমানের তিন

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ওপর একটি জরিপ চালানো হয়েছে। তার ফলাফল সম্পর্কে ঐ সরকারী জরিপ কমিটির প্রধান ও শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সচিব মোহাম্মদ শহীদুল আলম বলছেন, "২০ হাজার স্কুল, কলেজ ও মাদ্রাসার মধ্যে আমরা মোটামুটিভাবে ৩০ শতাংশ বা ৮/১০ হাজারের মতো প্রতিষ্ঠান পেয়েছি যেগুলোর ফল খুবই খারাপ, যাদের পাসের হার ১৫ শতাংশেরও নিচে। কোন কোন প্রতিষ্ঠান আছে যেখানে ছাত্রের থেকে শিক্ষকের সংখ্যা বেশি।" তিনি বলেন, সাইনবোর্ড সর্বস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ব্যাপারে আলাদা ক্যাটাগরি করা হচ্ছে। ইউএনওদের দিয়ে এ ব্যাপারে একটা জরিপ করা হচ্ছে, মাদ্রাসার ক্ষেত্রে এই সংখ্যাটা বেশি।

তিনি বলেন, এমন একটি কলেজ আছে যেখানে ছাত্র ১৫ জন আর শিক্ষকও ১৫ জন। উল্লেখ্য, এই ক্ষেত্রে নিয়মানুযায়ী হাইস্কুলে ৩৫০, জুনিয়র হাইস্কুলে ১৫০, ইন্টারমিডিয়েট কলেজে ১৫০, ডিগ্রী কলেজে ৪৫০-এর বেশি ছাত্রছাত্রী থাকতে হবে। বেকারত্বের কারণে, রাজনৈতিক প্রভাবের কারণে ব্যাঙের ছাতার মতো অপরিকল্পিতভাবে এসব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠছে বলে তিনি মন্তব্য করেন। তা ছাড়া কেউবা চাঁদা নিচ্ছে ডোনেশনের নামে, দুর্নীতি হচ্ছে। এটা বন্ধ করা বিশেষ প্রয়োজন। দাতা সংস্থাগুলোও এটাকে এ্যাপ্রিসিয়েট করেছে। তারাও এটা বন্ধ করার পক্ষে।

এই ক্ষেত্রে সরকারের করণীয় সম্পর্কে তিনি বলেন, আমরা আপাতত প্রায় তিন হাজার প্রতিষ্ঠানকে কারণ দর্শাতে বলেছি। আরও সাত হাজার প্রতিষ্ঠানকে আমরা শীঘ্রই নোটিস করব, যেগুলোর পাসের হার দশ শতাংশের নিচে। সতেরো শ'র মতো প্রতিষ্ঠান আছে যেগুলোর পাসের হার একেবারে শূন্য। শিক্ষার মান বাড়ানোর জন্য, রেজাল্ট ভাল করার জন্য আমরা সেগুলোকে এক বছর সময় দিয়েছি। যদি না করে তাহলে ঐসব প্রতিষ্ঠানের সরকারী অনুদান প্রত্যাহার করা হবে। প্রয়োজনে নিবন্ধনও বাতিল করা হবে।

তিনি আরও বলেন, এখন কারণ দর্শানো নোটিস পাওয়ার ১৫ দিনের মধ্যে সংশ্লিষ্ট শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে জবাব পাঠাতে হবে সরকারের কাছে। সে ক্ষেত্রে তাঁরা মনে করছেন নোটিস দেয়া তিন হাজার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে এই মাসের শেষ সপ্তাহেই সব জবাব পাওয়া যাবে, আর তার পরেই ব্যবস্থা নেয়া হবে।